Unmesh

A magazine published by the students of

Dept. of Physics

Ramakrishna Mission Vivekananda University

Belur Math, Howrah

September, 2017

Unmesh

(3rd Edition)

A Manifestation of Creativity

An effort of the students of
Dept. of Physics
Ramakrishna Mission Vivekananda University
Belur Math, Howrah

September, 2017

Editorial Team:

- Editor: Sumitava Kundu
- Cover-design: Sumitava Kundu
- E-Magazine Compiler: Prof. Abhijit Bandyopadhyay, Sumitava Kundu
- Encouragement: Prof. Debashis Gangopadhyay and all faculty members
- Gratitude: Srimat Swami Atmapriyananda Maharaj

Editorial:

God, our Creator, has stored within our minds and personalities, great potential strength and ability. Prayer helps us tap and develop these powers.
A. P. J. Abdul Kalam

Really, God has given us everything. Our duty is to use it in the correct way. As we are Physics students, we are bound to believe that there is a super power. In disguise of nature, God force us to innovate new things, to know the world in a better way. And not only the world, now we are beyond our solar system. We are trying to know more and more....and we are achieving our goals one by one. This is the effect of team-work.

Yes, we believe in team-work. We want to work collectively, where each and every person do their jobs with co-operation.This magazine "**UNMESH**" is a reflection of the team work. Every student has given their best to publish this magazine. The attempt for the third volume of the magazine of Physics department has been inspired by the success of the first and second volumes. This volume contains many poems, stories, variety of articles, and of course the photographs.

We express our heart-felt gratitude to our respected Vice-Chancellor Srimat Swami Atmapriyananda Maharaj, Head of the department Prof. Debashis Gangopadhyay and all the faculty members. We thank all of the students of Physics dept. for their contributions to our magazine. We would like to see **UNMESH**, continuing its motion in the coming years with a grand success.

We seek the blessings of Thakur Ramakrishna, Maa Sarada and Swamiji to make the third volume of **UNMESH** a success like the previous one.

সূচিপত্র ---------

1. রাতের বেলা ------ ঋত্বিক সরকার

2. দেশের সেরা ------ আভিষেক রায়

3. Science and God ------ Sourjyadeep Chakraborty

4. ‘লালু’ হতে পারিনি তবু ------ একান্তে সোমপ্রিয়া

5. Repay ----- Somnath Majumder

6. চলে তো সবাইকে যেতে হবে ------ শুভ্রনীল মাইতি

7. Photographs

রাতের বেলা

-------ঋত্বিক সরকার

স্ট্রীট ল্যাম্পের কমলা আলোয় কলকাতার রাজপথ বেশ ফুটফুটে হয়ে আছে। রাত হয়েছে অনেক, মাঝেমধ্যে হুশ করে দু একটা গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে হাই স্পিডে।

অয়ন হাটতে হাটতে উড়ালপুল অবধি পৌছাল। এখনো উড়ালপুলটা পেরিয়ে অনেকটা হাটতে হবে তার আস্তানা অবধি পৌছাতে। হাঁটার ধরন দেখে যদিও মনে হবে না তার কোন তাড়া আছে। ল্যাম্পপোষ্টের কমলা আলোয় ঘড়িটা বুকপকেট থেকে বের করে দেখল। রাত একটা প্রায় বাজতে চলল, ব্যাণ্ডটা ল্যাম্পপোষ্টের আলোয় বেশ ভাল করে দেখল সে, আদ্যিকালের রাবারের ব্যাণ্ড, এর অবস্থা প্রায় হয়ে এসেছে, ঘড়িটাকে পুলের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

পুলটা কাঁপিয়ে একটা হেভি লোডেড লরি চলে গেলো, পুলটা যেভাবে কাঁপল তাতে পোস্তার ঘটনাটা মনে পরে গেলো অয়নের, কি হবে যদি এখুনি পুলটা ভেঙ্গে পরে যায়, বেশ পরের দিনের কাগজে ছবি বেরবে তার, লোহার বিমের পাস থেকে বেরিয়ে আসা হাত, সেই বিমের পাস দিয়ে একটা রক্তের ধারা বেরিয়ে এসে শুকিয়ে গেছে রাস্তায়।পোস্তার পুলটায় লোহার বল্টু ঝাল দিয়ে লাগানো হয়েছিল, কে যে এদের চাকরি দেয়, একটা সসপ্যান যেখানে ঝাল দিয়ে তিন মাসের বেশি টেকেনা সেখানে উড়ালুপলের মাল কিভাবে ঝাল দিয়ে চলবে?? হাইকোর্ট দেখান আর কাকে বলে……

চিন্তায় ছেদ পড়ল, পাশে পাশে একজন অয়নের সাথে হাটতে লেগেছে। হাঁটতে লেগেছে বলা ভুল, পাশে আসার আগেই পিছন থেকে ডাকলেন তিনি,

-মশাই যাচ্ছেন কোথায়, এতো রাতে?

বেশ গমগমে ভারিক্কি গলা, চমকে গেল অয়ন, ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু ঠাওর করে নিল। বলা যায়না, দিনকাল তো ভাল না।

সাধারন চেহারা , তবে অস্বস্তি হচ্ছে কারণ গলা আর মাথা দিয়ে হাল্কা একটা চাদর জড়ানো,মুখটা খুব ভাল বোঝা যাচ্ছে না যদিও স্ট্রীটল্যাম্পের আলোয়, তবে মনে হল লোকটি তার সমবয়সিই।

বুকটা একটু কাঁপল অয়নের, একটু আগেই তো ওইসব অ্যাক্সিডেন্টের কথা ভাবছিল অয়ন, তাহলে কি…

-কি ভাবছেন মশাই, ভবছেন মাঝরাতে ভূতের খপ্পরে পড়লেন কিনা,

আচ্ছা একটু পিছিয়ে আসুন, দেখতে পাচ্ছেন?

-কি দেখার কথা বলছেন?

-আহ, এই যে আমার ছায়া। ল্যাম্পপোষ্টের আলোয় ছায়া পড়ছে দেখতে পাচ্ছেন না?

-হ্যাঁ তা পাচ্ছি।

-তবে? ভূতের কি ছায়া পড়ে?

-না, তা পড়েনা।

-তাহলে প্রমাণ হল তো যে আমি ভূত নই?

-হুম।

-তবে… তা মশাই বললেন না তো কোথায় চলেছেন এই রাত্তিরে, আপনি কি রাতের যন্ত্রশিল্পী?

-যন্ত্রশিল্পী মানে? চোরছ্যাঁচড় বলছেন নাকি?

অয়ন ঝাঁঝিয়ে উঠল।

-কি করে বলি মশাই, এতো ছায়া দেখে বোঝার জিনিস নয় মশাই!

-সে তো মশাই আমিও বলতে পারি আপনাকে, আমার পিছু নিয়েছেন কেন?

-আপনার? হাঃ হাঃ, হাসালেন আপনি, কি আছে মশাই আপনার, একটা ঘড়ি ছিল।সেটাও তো পুলের উপর থেকে ফেলে দিলেন, প্যান্টের পিছন পকেটটা উঁচু হয়েও নেই, মানে মানিব্যাগও নেই সাথে।আপনার কছে তো চোরের অমাবস্যা।

অয়ন আবার অবাক হল,

-ক্কি, কি করে জানলেন মশাই এসব কথা?

-ভয় পাবেন অন্তর্যামি নই। আপনি পুলে ওঠার পরপরই আমিও পুলে উঠলাম, আমার বাড়ি পুলের শুরুতেই, এখন আপনার পরেই আমি এলাম,এটা কাকতালীয়, আমি রাতে পুল বরাবর একটু হাঁটি, ভাল হজম হয়, তা পিছন পিছন আসতে আসতে দেখলাম আপনি ঘড়িটা ছুঁড়ে ফেললেন, আর প্যান্টের পকেট তো পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে, আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে কি?

-না, রাখে না।

বলে অয়ন এবার জোরে হাঁটতে শুরু করল, লোকটাও নাছোড়।

-আরে দাড়ান মশাই।
-কি হল কী?
-আহা, এত রাতে একটা লোক একা সুনসান রাস্তায়, কোম্পানি দিতে চাইলে সেটা কি খারাপ?
-না তা নয়।
-তবে, চলুন তো, এগোনো যাক।
অয়ন বুঝতে পারে এই মালটার কাছ থেকে নিস্তার পাওয়া শক্ত। সেও বাক্য ব্যয় না করে হাঁটতে থাকে।
-বুঝলেন, আপনার দুলকি চালে হাঁটা দেখে বুঝতে পারছিলাম আপনি রাতের কলকাতাটা বেশ এনজয় করেন।
-হুম্ম।
-হুম হুম করছেন, কেন, বুঝেছি, আপনার সন্দেহ এখন কাটেনি। কি আর করা, ফালতু একজন মনোবিদকে গাঁটকাটা মনে করছেন।
-আপনি সাইকোলজিস্ট?
-জিস্ট হতে পেরেছি কিনা জানি না, তবে সাইকোলজি নিয়ে পড়াশুনো করে থাকি। আপনার কী করা হয়, দেখে তো মনে হয় কবি কবি, ভাবুকগোছের পাবলিক।
-হুম, ওইরকমই বলতে পারেন, কি করে বুঝলেন?
-হে হে, খুবই প্রেডিক্টেবেল আপনি, ওসব ঘড়ি মানিব্যাগ ছুঁড়ে ফেলা, এসব তো সাধারণ দশটা-পাঁচটার পাবলিক করবে না, ছিটওয়ালা পাবলিকই করবে।
অয়ন মুচকি হাসে।
-তা পুল পেরিয়ে আরোও কতদূর যাবেন?
-এইতো, খুব একটা বেশি দূর না।
-আচ্ছা, এড়িয়ে যাচ্ছেন, আরে মশাই আপনার বাড়িতে সিঁধ দেবো না, ভয় কী? আপনার পিছু পিছুও যাব না... মাইরি বলছি।
-আরোও মিনিট পনেরো হাঁটতে হবে।
-পনেরো! এখান থেকে পনেরো মিনিট মানে তো ওড়িয়াদের বস্তি আছে একটা ওরকম ডিসট্যান্সে?
-হ্যাঁ, ওখানেই থাকি।
-আপনি বস্তিতে থাকেন?
-কেন? বস্তিতে কি মানুষ থাকেনা?
-না না, তা থাকবে না কেন? কথার কথা বলছি, আপনাকে দেখে ভদ্রঘরের মনে হয়েছিলো, তাই আর কি!
-তাহলে এখন বুঝলেন তো, আমি আদপে অভদ্র লোক!
-আহা, রাগ করবেন না, বুঝেছি, কবিদের সেন্টিমেন্ট। রাগ করবেন না মশাই,নিন, পুল শেষ, এবার আমি উল্টো দিকের রাস্তা ধরছি।
-অনেক ধন্যবাদ।
- -আহা, কথাটা কমপ্লিট করুন, বলুন ১০ মিনিট ধরে আমার মাথা খাওয়ার জন্য ধন্যবাদ।
অয়ন আর কথা খরচ না করে পা বাড়ায়। সাথে সাথে চোখে অন্ধকার দেখল সে, ঘাড়ে যেন প্রবল শক্তিতে কেউ লোহার মুগুর দিয়ে মারল, রাস্তায় লুত্যে পড়ল সে।

-হাতকড়াটা পড়াও সেন, পকেট খুঁজে দেখো আর্মস কিছু আছে কিনা, মনে হয় না থাকবে, তাও চেক করে রাখা ভাল।
-হ্যাঁ স্যার, দেখেছি, কিছু নেই, আশ্চর্য ব্যাপার? তাই না স্যার?
-কেন আশ্চর্যর কী আছে?
-এরকম একটা সাঙঘাতিক লোক, নিরামিশ হয়ে রাত্তির বেলা কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আশ্চর্য না?
-তুমি না সেন, এক্কেবারে নীরস হয়ে যাচ্ছ, আর্মস নিয়ে কেউ অভিসারে যায়?
-অভিসারে গিয়েছিল? এ? মানে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আবার অভিসারেও যায় নাকি স্যার?
- আরে যায় যায়,এরাও তো মানুষ নাকি? তোমার আমার চোখে হয়তো এরা সমাজের পোকামাকড়, কিন্তু হৃদয়বৃত্তি তো এদেরও আছে, আর তাছাড়া অভিসারটা আমারই প্ল্যান করা।
-আপনার প্ল্যানিং? আচ্ছা প্ল্যানিংটা না হয় পরে শোনা যাবে, কিন্তু আপনি কি জানতেন অয়ন নিরামিশ ভাবে থাকবে? এতদূর ওর পাশে কথা বলতে বলতে আসবেন, আর ওর সন্দেহ হবে না?
-রাত্তির বেলা... বুঝলে সেন, এক আজব সময়, দিনের সতর্কতা শিথিল হয়ে পড়ে, সাধকের সাধনা বাড়ে, রোগীর রোগ বাড়ে, প্রেমিকের প্রেম বাড়ে, মানুষ বড় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে, অয়ন নন্দীর মতো জিনিয়াস

পাবলিকেরও হিসাবের বাইরে পা পড়ে, বুঝলে, আমি ওর পাশে হাঁটতে হাঁটতে বুঝেছিলাম যে ও অন্য রাজ্যে আছে, তাই কায়দা করে ওর আস্তানাটার একটা হদিস ও বের করে ফেললুম। আচ্ছা, কে কে গিয়েছে ওই বস্তিতে?

-রঞ্জন আর সুকান্ত গিয়েছ।

-আমি কোন ঝামেলা চাই না বুঝলে তো, নিশব্দে কাজ সারতে হবে, এভিডেন্সগুলো নেওয়ার সময় যেন কেউ নোটিশ না করে। নাও, ভ্যানও চলে এসেছে, এবার এক কাজ কর, ওর হুঁশ আনো।

-গুড মর্নিং অয়নবাবু। কেমন বোধ করছেন? আহা, অত নড়বেন না, দড়িতে পিছমোড়া করে বাঁধা আছে, আপনারই লাগবে। আমার নামটা আগের দিন বলিনি, আমি উনুমক্ত সাহা, এই পুলিশের ছোটখাট অফিসার। তা শুনুন যার জন্য আপনাকে জাগালাম,
আপনার প্ল্যানপ্রোগ্রাম মোটামুটি জেনে গিয়েছি, আর একটা ব্যাপার, জুলেখাও রাজসাক্ষী হওয়ার জন্য তৈরি।

জুলেখার নামটা শুনেই অয়ন নন্দীর চোখদুটো জ্বলে উঠল।

দুজন অফিসার অয়নকে গাড়িতে তুলে রওনা দিল।

-জুলেখা কে স্যার?

-সে বলতে গেলে তো তোমাকে পনের বছরের পুরোনো লাভস্টোরি বলতে হবে, এখন অত বকতে ভাল লাগছে না, কাল সারাদিন বিশ্রাম হয়নি, অল্প কোথায় বলছি শোন, জুলেখা অয়নের বান্ধবি ছিল, কলেজের, কলেজেই অতিবাম রাজনীতির সাথে অয়নের হাতেখড়ি, তারপর পার্টির কাজে বেপাত্তা হয়ে যায় অয়ন। অয়নের কেসটা যখন আমার কাছে আসে দুবছর আগে তখন জুলেখার খোঁজ পাই, ওকে দিয়েই একটা জাল সাজাই, অয়নকে ফাঁসানোর, কারণ জাল ছাড়া অয়ন নন্দীকে ক্রাক করা কঠিন। তারপর এর ঘটনার ফলাফল তো তোমার চোখের সামনেই।

-আচ্ছা স্যার, জুলেখা রাজী হল কেন, আর অয়নই বা ফাঁসল কেন?

-এই প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না বুঝলে ভাইটি, মানুষের হৃদয় রাজ্যের গোপন খবর কেই বা রাখতে পারে, বাইরের মানুষ শুধু অনুমান করতে পারে।

-জুলেখা রাজি কেন হল?

-আমার জন্য, আমি বলেছিলাম যে ওকে ঠিক পথে ফেরানোর জন্য ওকে ডিপার্টমেন্টের দরকার।

-এরকম বললেন স্যার?

-অত চমকাচ্ছ কেন অ্যাঁ? আমি কি বলতাম যে অয়ন নন্দীকে না সরালে রাজ্যের কয়েকশো মানুষ মরতে পারে ওদের ভিত্তিহীন বিপ্লবের স্বার্থে?

-কি হল হে, অমন ম্যাদামারা হয়ে বসে থাকলে কেন? মনখারাপ হল বুঝি, তোমার মাইরি পুলিসের চাকরি ছেড়ে আশ্রম খোলা উচিত, শোন, একটা কথা বলে রাখি, মনে গেঁথে নাও, বয়স যত বাড়বে, উপলব্ধি করবে, সিস্টেমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সবচেয়ে বড় উপায় হল ভান, তুমি অভিনয় করবে যেন সিস্টেমের কথা শুনতে, তার কথা মতো কাজ করতে তুমি কতই উদগ্রীব, কিন্তু কাজ করবে ঠিক উল্টো, অসহযোগ, এর থেকে ভাল প্রতিবাদ আর হয়না, বুঝলে, আর অতিবাম, বিচ্ছিন্নতাবাদ? বুলশিট………এই ড্রাইভার, থামাও থামাও,

সেন যাও, দোকানটা থেকে চা আর কেক নিয়ে আস তোমার আর আমার জন্য, আমি আর নামব না।

-যাচ্ছি স্যার।

দেশের সেরা

------ আভিষেক রায়

সাম্প্রদায়িকতা আর হানাহানি,

রাজনীতি আর মারামারি,

এই কি আমাদের ভারতবর্ষ ?

তোমাদের মুখের রবি বানী চমকে দায় সকলকে!

শ্রদ্ধা কর কতটা তাঁকে, বলছো যে মঞ্চে উঠে।

তোমরা যারা দেশের মাথা,

ব্যর্থ হও প্রতিশ্রুতি রাখতে

ভাসিয়ে দিয়ে প্রতিশ্রুতিতে, ঠকাও জনগনকে।

নজরুলের ঐ জয়গীত গেয়ে,

বিপ্লবীদের কার্যবিবরনী দিয়ে,

আর জনসমক্ষে রাখা পূর্ব প্রতিজ্ঞা

বার বার ভেঙে ও গড়ে নির্লজ্জের মতো

বলো, ' আমরা সবার সেরা ' ।

হতে পারো তুমি বড় বক্তা,

তোমার রক্ত বর্ণ চোখের তেজে ভয় পায় সকলে

তবে জেনে রেখো নও তুমি দেশের সেরা।

Science and God

------ Sourjyadeep Chakraborty

Has science discovered god? Einstein didn’t thought it was possible, but according to Stephen Hawking it may lead to the most important discovery of mankind. The foundation of rethinking about the existence of god lies in the use of powerful space telescopes which have unveiled the mysteries of the universe to some extent that was never before seen.This discoveries gave us new scientific insights about the origin of life.
Well this god is not close to religious beliefs whatsoever and science has already proven that we don’t need god to explain the universe. But many scientists agree on the fact that the universe and life itself appears to be the part of a grand design. There are many important discoveries in the field of astronomy and molecular biology that stands out for this argument. Let’s discuss about those standpoints.
First of all, The universe had a one-time beginning. Prior to the twentieth century, many scientists thought that mass/energy, space and time that compose the universe had always existed, until astronomer Edward Hubble discovered that Universe is expanding. Rewinding the process mathematically he calculated that everything in the universe including space-time had a beginning (the explosion was sarcastically named “Big Bang” by the British astronomer Frederick Hoyle).So the conclusion is everything in the universe came from nothing. Among of many agnostics, The Nobel Laureate George Smoot put that like this, “*there is no doubt that a parallel exists between the big bang as an event and the Christian notion of creation from nothing.”*

Cosmologists who specialize in the study of the universe and its origins, soon realized that a chance cosmic explosion could never bring about life any more than a nuclear bomb, unless it was precisely engineered to do so. And that means the existence of a designer who has planned it. They began to use worlds like “*super-intellect,”,”supreme-being “,* etc. to describe the creator. This is all due to because the universe is finely tuned for life.
Secondly, physicists calculated that for life to exist gravity and the other laws of physics that govern our universe needed to be intricately tuned just right or the universe couldn’t exist. If the expansion rate of universe had been slightly weaker, gravity would pull all matter/energy into a “*big crunch”.* According to Stephen Hawking quoted “*If the rate of expansion one second after the big bang had been smaller by even one part in a hundred thousand-million-million, the universe would have recollapsed before it ever reached its present size.“* On the flip size if the rate had been a mere fraction greater than it was, elements like Hydrogen, Nitrogen, Carbon, Oxygen and other periodic table elements which are essential for life would never have formed.Apart from that, the size, temperature, chemical make-up of the Sun and Earth happens to be just right and fine-tuned to make possible developments of life.
It brings to all of us a sudden question, The universe: accident or miracle? So what are the odds against human life existing by chance from a random explosion in cosmic history? The probability is in a literal sense, “**tends to zero”.** The odds of one random big bang producing life as we know it would be like one person winning over a thousand consecutive mega-million rupees lotteries after purchasing only a single ticket for each. Its really quite impossible until it is fixed by someone behind the scene which is everyone would think. To deny the fact of a “supreme creator” Hawking proposed that our universe is among billions of parallel universes or what we call “Multiverses”, and among all those our universe is made for life. Surely it was necessary to increase the probability but since his proposal was speculative and outside of verification, it can hardly be called “scientific

“.Astronomer Frederick Hoyle wrote,”A common sense interpretation of the fact suggest that a super intellect has ‘monkeyed’ with the laws of physics.”
And finally, there is another discovery in the field of Molecular Biology. That is DNA – The language of life. The more scientists discover about DNA the more amazed they are about the brilliance behind it. Richards Dawkings explained that how the argument of DNA evolving by natural selection without a creator and its inherent complexity is unexplainable. DNA’s co-discoverer Nobel Laureate Sir Francis Crick stated that life is too complex to have originated on Earth. It must have come from outer space because the origin of life is supposed to be a miracle on Earth as there are so many conditions which would have had to have been satisfied to get it going .The coding behind DNA reveals such intelligence that it staggers the imagination. A mere pinhead volume of DNA contains information equivalent to a stack of paperback books that would encircle the earth 5000 times. Also, the language or the coding of DNA is far more advanced than any other programming language we have ever developed. Sir Crick discards the idea of natural selection because the coding within DNA reveals intelligence far exceeding what could have occurred by natural causes.
All this scientific evidence leads us to honestly consider that, Life and the Universe have the fingerprints of a creator. So after all, if there is a super-intelligent creator, what is he like? Is he like some cosmic force or he is a personal being like us? From this part Philosophy comes into play and after that there are no observational facts. But we must need to wonder what is the sole purpose of our existence in this universe if some “creator” had already chosen the ways of life, and of how it finds its way through space and time, especially when God has given us the power to defy him and every other beliefs associated with him.

‘লালু’ হতে পারিনি তবু

------ একান্তে সোমপ্রিয়া

একবিংশ শতাব্দীর, ভারী ক্লিশে একটা সন্ধ্যা...বিশেষ বলতে কিছুই নেই।

অনতিকালের,অদূর ইতিহাস স্বাভাবিক নিয়মেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এর সবকিছুটা।সময় বয়ে যাচ্ছিলো ;যেমন বয়ে যায় বরাবর।হঠৎই একটা সাদা ক্যানভাস নেমে আসে ছোট্ট গাছের সমস্ত তলাটা জুড়ে--সমস্ত কিছু ছাপিয়ে তার সবটা জুড়ে সত্যি হয়ে ওঠে ভারী শান্ত,কোমল,পাথর-স্থির দুটো চোখ...।।কালো রাত্রির মস্ত নীরবতা নেমে এসেছে দুটো চোখে।থেমে যায় মুহূর্ত;'কালো- আমি',ও দুটি কালো চোখে মিশতে মিশতে হারিয়ে যেতে থাকি,ধীরে নিশ্চিন্তে..।ধীরে ধীরে ধীরে,বুকের ভেতর মৃতপ্রায় আগ্নেয়গিরি দপ করে জ্বলে ওঠে,,,তারপর শুধুই চোখ,,, চোখ আর চোখ,,আমি জ্ঞান হারাই ।।
জ্ঞান যখন এলো আবার নিজের ঘরে,প্রেক্ষাপট পাল্টেছে--চারিদিক জুড়ে অসংখ্য মাংশাসীর প্রচণ্ড চিৎকার। আমাকে 'সঙ' সাজিয়ে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে এক ভয়ঙ্কর ঘটমান-ইতিহাসের,,,,।সেই 'স্নিগ্ধ চোখের' গলায় এখন একটা সাদা রজনীগন্ধার মালা,গলায় দড়ির ফাঁসকে আরো দৃঢ় করে;আটকানো হচ্ছে,পালিয়ে যাওয়ার সমস্ত চেষ্টাকে।তার দু-পায়ের প্রচণ্ড আকুলি-বিকুলি ভয়ঙ্কর আঁক কাটে আমার বুক জুড়ে। সময় আরো এগিয়ে যায়। গোল জায়গা ঘিরে ধরে শুরু হয় 'বীভৎস-রস' উপভোগের খেলা,,সাথে প্রচণ্ড শব্দ-কল্প-দ্রুম। আস্ত একটা প্রাণকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় অবশ্যম্ভাবি ভবিষ্যতের মুখোমুখি,,,গলায় প্রচণ্ড টান,,,,খুক খুক কাশি,,,,,।অতীত জন্মের সব 'পাপ' ধুইয়ে ফেলে,অনাবিল পূণ্য-স্রোতে ভেসে যাওয়ার কি ভীষণ আকুতি,,তাও কেন এতো দ্রুত পা চলাচল!!!ক্যানভাসের রঙ পাল্টালো---গাঢ় লাল,,,,একই যা রয়ে গেছে তা হল, আবার সেই সব থামিয়ে দেওয়া,,স্নিগ্ধ,নিরপরাধী দুটো চোখ,,,,,,,,।শেষ একবার তারস্বরে ডাক,,,,তারপর সব আবার চুপ,চিরকালের মতো,,,,শুধু যা রয়ে গেলো তা হল,না মোছার মতো একটা গভীর নিঃস্তব্ধতা.....।শুধু এক চোল খাঁটি,তাজা রক্ত সব ছাপিয়ে এসে পড়ে আমার মুখে-বুকে-সত্ত্বায়,,, প্রচণ্ড ধ্বনিতে জয়ধ্বনি ওঠে------- তবু প্রাণ,নিত্য ধারা/হাসে সূর্য-চন্দ্র-তারা/বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে..।।

লেখাটা এখানে শেষ না, সেই প্রথম প্রেক্ষাপটের শুরু থেকে আরো দুটো চোখ ভীষণ ভাবে জেগে উঠছিলো সব ছাপিয়ে,,,সেই একই রকম শান্ত,নীরব(বা হয়তো অনেক কথা বলতে চাওয়া) চোখ,,,।সময় গড়িয়ে যেতে থাকে,একই রকম থাকে চোখ দুটো,,শুধু লক্ষ্য করলুম একটা সময়ের পর সমস্ত শৃঙ্খলের বেড়া ছাপিয়ে কালো গালে জল চিকচিক করে ওঠে।আমি জানি,যে রক্তে ভেসে গেছিলো আমার বুক,তার খানিকটা দু হাত এবং জিভে মেখে,মিথ্যে হাসবার বৃথা চেষ্টায় তাঁরও গোটা জীবন বয়ে যাবে দেবত্বের ঘোরে....।।আসলে তাঁর সুবিধে হল,দেবতাদের বুকের ভেতরটা দেখা যায় না,বা হয়তো যায়, কিন্তু কেউ চায়নি দেখতে...।

Repay

----- Somnath Majumder

"*It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge*."

-----Albert Einstein

Sumit, a poor talented boy from a busy town, selling newspapers from door to door. Besides it, he was continuing his studies with full effort with a willingness, to be a doctor. One day when he was selling newspapers, he felt hungry. But he had no money in his pocket. Then he decided that he would ask for some food at the next door. But when a lovely young women opened the door, he lost his nerve and he asked for a glass of water instead of food.

The young women paid an attention on the boy's face and offered him a glass of milk. Then the boy asked her,

"How much do I owe you?"

She replied, Don't pay for this, my mother has taught me not to accept payment for kindness."

He said,

"I thank you from my heart."After this incident, his faith in God and man was strong very much.

Years later, the boy joined in a urban hospital as a successful doctor.

Once that very young women became critically ill. The local doctor was unable to make out her problem and referred her to that Urban hospital. She was taken to the supervision of Dr. S. Roy. When he heard that his patient is from his home town, he felt exited and he went to visit her. He recognized her at once and took a challenge to save her life. He tried to offer a best treatment to her. After a long struggle, finally he was successful to save her life. Dr. Roy requested the hospital authority to print the final bill of treatment. Then he wrote something on the end of the bill and he sent the bill to the young women. She feared to open it because she lost her everything on her treatment. But when she opened the bill, she was surprised to read the final sentence written there

"You paid in full with a glass of milk and need not to pay any more."

-----Dr. Sumit Roy.

Her eyes flooded with tears of joy. She prayed:

"Thank you, God, that your love has spread through human hearts and hands."

চলে তো সবাইকে যেতে হবে

------ শুভ্রনীল মাইতি

চলে তো সবাইকে যেতে হবে,
হয়তো আজ তোকে ,কাল আমাকে,
শুধু যাওয়ার পথটুকুই আলাদা
চলে যাওয়ার পথে থেকে যাবে অনেক স্মৃতি ,
কিছু দুঃখের, কিছু আনন্দের,
আর মনের ক্যানভাসে
থেকে যাবে অনেক জমানো কথা,
সেই কথাগুলো না হয় তুই নিজের
মত করে সাজিয়ে নিস,
সেখানে তুই হলি তুলি আর
আমরা হলাম তোর তুলির আঁচড়।
এরপর অন্য স্থান, অন্য মানুষ
মনের ক্যানভাস বদলাবে,
আঁচড়গুলো ও বদলাবে
শুধু বদলাবে না তোর তুলিটা।
সেখানে আছে সরলতা,
আছে শান্তি,
আর আছে অনেক অনেক বড়
একটা মন।
নতুন নতুন গন্তব্য আসবে,
তার সাথে নতুন নতুন ক্যানভাস
নতুন নতুন আঁচড়,
সময় এগিয়ে যাবে,
ক্যানভাস এর সংখ্যা বাড়বে,
কিন্তু অনেক আঁচড়ের মাঝে,

কিছু আঁচড় অমলিন থাকবে,

আর সেগুলোই আমাদের কাছে

এনে দেবে,

অনেক অনেক কাছে,

শুধু নিজের করে।।

Photographs:

Ritwick Sarkar

Sumitava Kundu

Sourav Mondal

Sumitava Kundu

Ritwick Sarkar

Sumitava Kundu

Thank You